গোলকধাঁদা।

প্রহসন।

না বুঝতে পেরে ধোকায় পড়ে
শেষকালে সার হ'লো কাঁদা।
এক এক পাকে আঠারোবাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
প্রণীত।

বোণহট ষ্ট্রীট ১নং দাক্ষায়ণী পুস্তকালয় হইতে
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,—৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার এণ্ড কোং'র
নূতন বিজ্ঞানযন্ত্রে
শ্রী শ্যামাচরণ বসুদ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, মৎপ্রণীত "গোলকধাঁদা" প্রহসনের স্বত্ব শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষকে বিক্রয় করিলাম, উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কেহ মুদ্রাঙ্কিত করিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না, যদি কেহ উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন। "গোলকধাঁদা" প্রহসনে আমার নামের মাত্র স্বত্ব রহিল, লভ্যের স্বত্ব কিছুই রহিল না।

সন ১২৯১ সাল ৭ই আশ্বিন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

সাং খড়দহ।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী	নিশ্চিন্তপুরের জমীদার।
শিবে পাগলা	বিনোদবালার স্বামী ছদ্মবেশী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
দেওয়ানজী	কৃষ্ণকান্ত বাবুর দেওয়ান।
রামকুমার বাবু	,, ,, মোসাহেব
হরিহর তাঁতি	ঐ গ্রামস্থ জনৈক কাপড় বিক্রেতা।

স্ত্রী।

বিনোদবালা	নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী।
লক্ষ্মী ঝি	দাসী

গোলকধাঁদা।

প্রহসন।

প্রথম অন্ধকার।

প্রথম ধাঁদা।

[illegible] কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর বৈঠকখানা।

(তাকিয়া ঠেস দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু আসীন, পার্শ্বে [illegible] একজন মোসাহেব, সম্মুখে পাগ্‌লা শিবে।)

শিবে।— না বুঝতে পেরে ধোঁকায় পড়ে
শেষকালে সার হবে কাঁদা।
এক এক পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দেবে গোলকধাঁদা॥

কৃষ্ণকান্ত। বলিস্ কি পাগল? অর্থলোভে কেন [illegible] হয়? টাকার লোভ দেখিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়।

মোসাহেব। আজ্ঞে, তা'তো বটে:— [illegible] দিন কথা?

দেওয়ান। আমিও তো তাই বলি ;—বিশেষতঃ হুজুর সঙ্গে করে কি না কর্ত্তে পারেন ?

শিবে।— ফড়িং মারেন মেরে লাঠি।
সাপ দেখলেই দাঁতকপাটী॥

কৃষ্ণকান্ত। জাত সাপ মন্ত্র ঔষধে বশ হয়।

শিবে।— হেলা ঢোঁড়া বশ হয়।
কেউটে গোখ্‌রো কভু নয়॥
ঝাড়ান্ ঝোড়ান্ ওষুধ পালা।
বেঙাচি কামড়ের বেলা॥
কাম্‌ড়ালে পর কেউটে সাপ॥
ভয়ে পালায় বোলে বাপ॥
আহাম্মক যদি পায়।
ওঝা বৈদ্যি ঠকিয়ে খায়॥
আসল কথা বল্‌ছে শিবে।
দাবানল কি ফুঁয়ে নিবে ?

কৃষ্ণকান্ত। তবে কি হবে না ?

শিবে।— কখন তা ভুল্‌বে নাকো।
বৃথা চেষ্টা করে থাকো॥

মোসাহেব। পাগলের কথা কে শোনে ?

দেওয়ান। পাগলা তো বোঝে সব।

শিবে।— ঠেকে দেখ্‌বে গোলকধাঁদা।
ধোঁকায় পড়ে হবে গাধা॥

কৃষ্ণকান্ত। কত শত স্ত্রীলোককে দেখেছি, আগে

সতীত্ব জানিয়ে শেষে টাকার লোভ ছাড়্তে পারে না।

শিবে।— টাকার লোভে সতী ভুলে।
এ কথা শুনি না মূলে॥
বাধায় পড়ে সতী নাম।
মনে মনে খুঁজেন শ্যাম॥
যদি পান সময় স্থান॥
ডেকে উঠে প্রেমের বাণ॥
সতীত্ব যায় তোড়ে ভেসে।
তারাই সতী মরি হেসে॥

দেওয়ান। তবে যথার্থ সতী কারা?

শিবে।— পতিই সর্ব্বস্ব জানে।
চায়নাকো পরপুরুষ পানে॥
সতীত্ব সতীরা রাখে।
কখন পড়্লে বিপাকে॥
জল আগুণে প্রবেশ করে।
বুকে ছুরি মেরে মরে॥

কৃষ্ণকান্ত। এও কি সেই রকম?

শিবে।— ঢুকে একবার দেখ ধাঁদায়।
পাকে পাকে কত ঘোরায়॥
যেমন রাজা মন্ত্রী তেমন।
মনের ভেতর প্যাঁচয়া এমন?
এঁরাই দেশের জমীদার।
প্রজার জাত্ বাঁচান ভার।

পাগ্‌লা মিছে মরিস্‌ বকে।
ঘরে থেকে গেছিস্‌ ঠকে॥
লোকালয়ে মিছে কাঁদা।
কেবল দেখ্‌বি গোলক—ধাঁদা॥

কৃষ্ণকান্ত। (সক্রোধে) দেখ্‌ পাগলা! মুখ সামলে কথা কোস্‌, তোকে যত কিছু বলিনে ততই বেড়েছিস্‌।

শিবে।— ধমক ধামক মিছে দিস্‌।
ভয় আমায় কি দেখাস্‌ ইস্‌?
পাগলা শিবের কাট্‌বে গলা?
এই দেখালেম চাটিমকলা॥

(ভোঁ দৌড়।)

দেওয়ান। পাগলা পালালো—পালালো।

কৃষ্ণকান্ত। ধর ধর, পালাতে দিও না।

মোসাহেব। (শীঘ্র উঠিয়া) এই বেটাকে ধরে আনি!

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

নেপথ্যে।— এখন বসে হুকুম দে।
পাগ্‌লা কলা দেখিয়েছে।

(মোসাহেবের পুনঃপ্রবেশ।)

মোসাহেব। হুজুর! পাগ্‌লা যেন পাখির মত উড়ে গেল, আর দেখ্‌তে পেলেম না।

কৃষ্ণকান্ত। যেতে দাও, তুমি বসো, একটা পরামর্শ করি।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা (উপবেশন)

কৃষ্ণকান্ত। দেখ, পাগ্‌লা যত গুমোর করে, তার গুমোর ভাংতেই হবে। বল কি, একটা ছুঁড়িকে ভোলাতে পার্ব্বোনা। কি বল দেওয়ান্‌জি ?

দেওয়ান। আজ্ঞে এম্নি যোগাড় কচ্চি, কাল রাত্রেই আপনি তার বাড়ী যেতে পার্ব্বেন। ছুঁড়ীটে এখন বাড়ীতে একলা থাকে, কেবল একটী চাকরাণী তার কাছে থাকে, সে বেটীকে দু টাকা দিলেই বশ।

মোসাহেব। তা বৈকি, টাকায় কিনা হয়, আমি এখনি সেই জোগাড়ে চল্লেম। (উঠিতে উদ্যত)

কৃষ্ণকান্ত। ওহে! এই গোটাকত টাকা নিয়ে যাও, যদি কিছু ঘুষঘাষ দিতে হয়—দিও।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণকান্ত। (বাক্স খুলিয়া মোসাহেবের হস্তে নোট দান) এই নাও।

মোসাহেব। দিন। (নোট লইয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণকান্ত। দেওয়ানজি! তুমিও তবে যোগাড়ে দেখ, যা হতে না হয় ; এখন বেলা হয়েছে স্নান করা যাক্‌গে।

দেওয়ান। যে আজ্ঞে।

সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অন্ধকারের ধাঁদা।

দ্বিতীয় ধাঁদা।

(পল্লিগ্রামের প্রকাণ্ড পথ, দুই পার্শ্বে ঝাউগাছ, অদূরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটী, নাচিতে গাইতে পাগ্‌লা শিবের প্রবেশ।)

শিবে।— বাউলের সুরে।

সাধ করে কি পাগল হই।
যত সহজ লোকের কায়দা দেখে
জবুথুবু হয়ে রই॥
(বাইরে) ধর্ম্মচাপা, কেটে ছাপা
মালা জপ্‌চে যত ঐ;———
(ভিতরে) গোলক ধাঁদা, বাহির শাদা,
ধর্ম্মের দফায় ঢেরা সই।
কেটে ন্যায়তন্ত্র তর্ক মন্ত্র
বিচারে কন আমি কৈ;
(বেড়ায়) দিয়ে ফাকি পেতে চাকি,
খাওয়ায় কেবল টকো দৈ।
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার
দেহ মন আমি নই;———
(তবে) ভোগ্‌ লালসা সংসার আশা
তোদের এখন গেছে কৈ;

বাবা! চিন্তে পারা দায়, ধাঁদায় পড়ে আঁধার দেখ্‌ছি। ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্চি, ধর্ম্মে, বিদ্যায়, একতায়, স্বাধীনতায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, সামাজিকে যে দিকে চাই সেই দিকেই গোলকধাঁদা। কেবল হিংসা, চাতুরি, অভিমান, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামী, ষণ্ডামীতেই ঘুরপাক খাওয়ায়। প্রথমে ভাব্‌লেম ভারতে ধর্ম্মের আদর বেশী, সেই পথেই একবার বেড়িয়ে দেখি। পবিত্র তীর্থ কাশীতে একদিন যদুপতির কাছে গেলেম, যদুপতির হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ভাবিলেম মহাদণ্ডী হবেন। তাঁর নামে অনেকের মুখে লাল পড়ে, সেখানে অনেক বৃদ্ধলোকের মুখে শুনি যে যদুপতি একজন প্রধান আমিজ্ঞ অর্থাৎ আমি কে চিনেছেন। আমিও সেই জনরবে গোলকধাঁদায় পড়ে ইঁদার মত আমিকে খুঁজ্‌তে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াই। শেষে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখি কিনা আমি একটী ঘোর ভোগবিলাসী, বিশ্ববঞ্চক, গলাকাটা, সংসারের গুটিপোকা। তাই দেখেই না আমিকে চিনেই ভোঁ দৌড়—শেষে রাস্তায় এসে পাগ্‌লামী করে বাঁচি; ভাবলেম্ বাবা! অমন আমি চাইনে, তুমি ভাল; শেষকালে আমি চিনে কি একটা পৃথিবীর খণ্ডপ্রলয় কর্ব্বো! তার দুদিন চার্‌দিন পর, শুন্তে শুন্তে শুনি কি না, আর এক আমিজ্ঞ আছে, তাঁর নাম বিশ্বনাথ। আবার প্রাণ হামাগুড়িদে উঠ্‌লো, মনে কল্লেম একবার দেখেই আসি না কেন, আমি কে? কাছে গিয়ে দেখি, দাড়িতে হাঁটুতে লাগান ত্রিকেলে এক বৃদ্ধ বসে আমিজ্ঞ। প্রথম

ভক্তি শ্রদ্ধা হলো, হবেও বা, দেখা হতেই তিনি অনেক যত্ন করে বসালেন। এমন সময়ে এ কথায় ও কথায় আমি-কের কথায় খোঁচা উঠ্‌তে বিচার এসে হাজির, শেষে হাত আমি নই,—পা আমি নই, দেহ আমি নই, ক্রমে স্ত্রীতত্ব, কামিনীতত্ব, জ্ঞানতত্ব, কত তত্ব উঠ্‌লো। পরে মনোময়—কোষ, অন্নময়—কোষ, জ্ঞানময়—কোষ, তারপর বিশ্বনাথ খুড়ো প্রস্রাব কত্তে উঠে মধুকোষ দেখিয়ে বায়ুদোষ আরম্ভ কল্লেন। ভাব্‌লেম সর্ব্বনাশ! খুড়োর অপানদেশ দিয়েই বুঝি আমির জড় বেরুচ্চে। আর চুপ্‌করে থাক্‌তে পাল্লেম না, বল্লেম খুড়ো ভাল করে কাছা এঁটে আমিকে ধরে রাখ, যেন আমির জড়শুদ্ধ না বেরিয়ে পড়ে। যেই বলা খুড়ো আর কোথায়? তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বিচারে আমি কে "সোঽহং" ছেড়ে "কস্তং" বেল্লিক বলে গালাগালির পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সেই ক্রোধের সময় কাশিতে আমি, হাঁচিতে আমি, কথায় আমি, অপান বায়ুতে আমি, অজস্র বেরুতে লাগলো। ভাবলেম কি বিপদ! একেবারে আমির ভাণ্ডারে খোঁচা দিয়েতো ভালকর্ম্ম করিনে, খুড়ো যে আমাকে আমিতে ভরিয়ে দিলে দেক্‌চি! আবার বল্লেম খুড়ো থাম, নবদ্বার বন্ধ কর, নতুবা সব আমি বেরিয়ে যায়। এ কথায় খুড়ো ভয়ানক রেগে আমিকের বেগ আর সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে কাছার কাপড়ে আমিকের জড় বার করে ফেল্লেন? তাই দেখেই আমি সেখান থেকে ভোঁ দৌড়ে রাস্তায় এসে গান ধল্লেম;—

চিন্তে গিয়ে অহংকার ?
যত ভণ্ড বলে অহং সোঽহং
কোঽহং তত্ত্ব নাইকো আর ॥
যত সব, ভক্ত বিটেল বিষম খটেল্
কেবল বলে সার বিচার ;—
পড়ে গোলক ধাঁদায় মায়ার বাধায়
বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার !
(আমায়) যত খলে পাগল বলে
এর চেয়ে কি অবিচার ;—
তারা জানে না যে পাগলভাবে
আমি কেটা তুমি সার ।
দেখ বারি হতে উঠে বিশ্ব,
বিশ্ব আমি ভ্রম সবার ;—
(ক্রমে) বারিতে মিশাবে বিশ্ব,
বারিই তুমি মূলাধার ॥

তার পরে যেখানেই যাই, সেইখানেই গোলকধাঁদা. দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, মহান্ত, যা দেখি সকলই ধোঁকা, জিলিপির পাক্। তখন ভাব্‌লেম দূর হোক্ সংসারিদের কাছে থাকিগে, শেষে তাদের কাছে এসে অবাক্, একেবারে পাপের স্রোত বয়ে যাচ্চে, সর্ব্বনাশের শীলে বৃষ্টি হচ্ছে, এখনও যে সৃষ্টি প্রলয় হয় না কেন, তাই ভাবছি ;—

(চিন্তা)

(কাপড়ের মোট মাথায় হরিহর তাঁতির প্রবেশ।)

হরিহর। চাই শাড়ি কাপোড় ;——

শিবে। এই তাঁতি বেটা আস্‌চে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এরও ভাব দেখা যাক্। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

হরিহর। চাই শাড়ী কাপোড় ;—(স্বগতঃ) এত চেষ্টা কচ্চি হাত লাগ্‌চে না, বাঃ—ছুঁড়ীটের কি চেহারা !— আমারতো মুণ্ডু ঘুরে গ্যাছে, চেষ্টা কর্ত্তে ছাড়্‌বো না, দেখি হাত্ লাগে কি না। (উচ্চৈঃস্বরে চাই শাড়ী কাপোড়।)—

শিবে। (স্বগতঃ) এবেটারও যে দেখি পতিব্রতার ধর্ম্মনষ্ট কর্ত্তে ইচ্ছে, দেখি, কক্কুরের জল কক্কুরে মরে।

হরিহর। (নগেন্দ্র বাবুর দ্বারের নিকটে গিয়া) চাই শাড়ী কাপোড়, মা ঠাকরুণ ! কাপড় নেবেন গা !

(সহসা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিনোদবালার প্রবেশ)

বিনোদ। হরি হরি ! কেমন কাপড় তোমার দেখি বাপু।

হরিহর। (সাহ্লাদে) এই দেখুন না মাঠাক্রুণ (কাপড়ের বস্তা খুলিয়া দেখাওন।)

বিনোদ। (একযোড়া কাপড় মনোনীত করিয়া) হরিহর ! এ যোড়ার দাম কত ?

হরিহর। আজ্ঞে নিন্ না, আপনার সঙ্গে আর দরদস্তুর কি ? য যোড়া ইচ্ছে ত যোড়া নিন, দামের জন্যে ভাবেন্‌না যবে হয় তবে দেবেন।

বিনোদ। (স্বগতঃ) ওঃ এবেটার মনে কি নরক!

আমি একলা স্ত্রীলোক বাড়ী থাকি বলে সকলেই আমার সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা কচ্চে। জমিদার, দেওয়ান, মোসাহেব, রামকুমার পর্য্যন্ত আমাকে বিরক্ত কচ্চে। আমিত প্রাণ থাকতে সতীত্ব নষ্ট করবো না, এতে ধর্ম্ম আমায় অবশ্য রক্ষা করবেন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) ওঃ তিনি নিউদ্দেশ, আমার যে এখন কি দশা তা জানেন না। নাথ! আমায় কি অপরাধে পরিত্যাগ করে গেলেন, এত দিন প্রাণত্যাগ কত্তেম, কেবল আশায় বেঁচে আছি। ধন্য শিবু পাগল! সে আজ আমায় যে পরামর্শ দিয়েছে, তাতে আজ সকলেই গোলকধাঁধা দেখবে। রামকুমারকে আসতে বলেছি দণ্ড দুই রাত্রে, দেওয়ানকে বলেছি এক প্রহরের সময়, জমীদারকে বলেছি দুই প্রহরের সময়, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে এ বেটাকে সন্ধ্যার সময় আসতে বলি।

হরিহর। মাঠাকরুণ কি ভাবছেন?

বিনোদ। ভাবিচি হরিহর! তোমার মনের ভাব কি বুঝতে পাচ্ছিনে।

হরিহর। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে না, মনের ভাব এমন কিছুই নয়, তবে কি—পায়ে রাখলেই হয়।

বিনোদ। দেখ হরিহর! তুমি অস্পৃশ্য জাত, তোমার দেহ পবিত্র না হলে ত স্পর্শ করতে পারিনে। যদি আমার ঘরে আসতে চাও, তবে এক কর্ম্ম কর, আজ মাথা মুড়িয়ে হবিষ্য করে থেকো, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে এসো।

হরিহর। (সাহ্লাদে) আজ্ঞে তা তা যা আজ্ঞা কল্লেন এখনই করিগে, মাথা মুড়িয়ে আজ হবিষ্যি কর্ব্ব, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময় আসবো। আজ্ঞা করেছেন ভাল, দেবতার সহবাস। তা এখন যে ক যোড়া কাপড়ের দরকার নিন।

বিনোদ। আর দরকার নাই, এই যোড়াই নিলেম।

হরিহর। যে আজ্ঞা। (কাপড়ের বস্তা বান্ধিয়া) যখন যা দরকার হবে, বল্লেই চাকর এনে হাজির কর্ব্বে। এখন তবে আসি—

বিনোদ। এসো, মনে যেন থাকে।

হরিহর। আজ্ঞে, না মলে তো ভুলবো না।

(হরিহরের প্রস্থান।)

(দ্বারবদ্ধ করিয়া বিনোদবালার প্রস্থান।)

শিবে।— (গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া)

নিউদ্দেশে আছে পতি।
সতীত্ব তোর দেখবে সতী॥
মনে কর দূরে আছে।
ছায়ার মত ঘুরচে কাছে॥
খাঁটি হলে পরীক্ষায়।
পতি পাবে পুনরায়॥
শক্ত ধর্ম্মের আল বাঁধা।
প্রথম দেখ গোলকধাঁদা॥ (প্রস্থান।)

ইতি প্রথম অন্ধকার।

সমবেত বাদ্য। যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অন্ধকার

প্রথম ধাঁদা।

(বিনোদবালার গৃহ।)

(বিনোদবালা আসীনা।)

বিনোদ। (স্বগতঃ) আমিত চারজনকেই আসতে বলেছি, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্চে, আমি স্ত্রীলোক তাদের জব্দ কর্ব্বো কি করে? এই সময় একবার শিবনাগ আস্‌তো ভাল হতো, তা হলে জব্দ কর্ব্বার উপায়টা জেনে নিতেম, কারণ সেই আমাকে তাদের ঘরে এনে জব্দ কর্ত্তে বলেছে। (ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ!—আমার মন কেন এমন হলো? আমার তো এমন কুপথে কখন মন যায় না, তবে পাগলের দিকেই মন টান্‌চে কেন? ঠিক্ সেই মুখ সেই চোক, তবে সেই কি? না—না ভ্রম! এ অদৃষ্টে কি তেমন সুখমিলন ঘট্‌বে? চারবচ্ছর মাত্র পতি কাছে ছিলেম, দশবচ্ছরে বিয়ে হলো, দুই বছর তো পতি কেমন জান্তেমি না, কেবল দু বচ্ছর পতি চিনে ছিলেম। উঃ—তাঁর পর না জানি কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন। আমিত জ্ঞানে তাঁর কাছে কোন দোষ করিনে, তবে পরিত্যাগ কল্লেন কেন? দু বৎসর নিউ-

দেশ হয়েছেন ; তার বছর খানেক পরে শিবেপাগ্‌লা এসেছে। পাগ্‌লাকে দেখেই—না আর মুখে আন্‌বো না, মনে পাপ কল্পনা, সতীত্বে কলঙ্ক! স্বামী ভিন্ন ভ্রমেওতো অন্যপুরুষকে চিন্তা করিনে, তবে কেন আমার মন এমন হলো?—(চিন্তা)

(শিবু পাগলের প্রবেশ)

শিবু। বিনোদ! বসে কি কচ্চ?

বিনোদ। (সচকিতে দৃষ্টি) এসো এসো, ভাবচি কি, তারা এলে জব্দ কর্ব্ব কি করে? সে কথাত তুমি আমাকে বলে দাওনি?

শিবু। (বিনোদের কাণে কাণে)

বিনোদ। তুমি থাক্‌বে না?

শিবু। না।

বিনোদ। আমার বড় ভয় হচ্চে, আমি স্ত্রীলোক, চারজনের সুমুখে কেমন করে কথা কব?

শিবু। একটু সাহস কর, এ রকম না কল্লে ওরা সর্ব্বদাই বিরক্ত কর্ব্বে ; এমন কি তোমার উপর অত্যাচার কর্ত্তেও ছাড়্‌বে না।

বিনোদ। আচ্ছা আমি সাহস কর্ব্ব, কিন্তু তুমি লুকিয়ে থাক্‌লে আরও ভর্সা হবে। কি জানি যদি কোন রকম ব্যাঘাৎ ঘটে ; তা হলে তুমি রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে।

শিবু। না, কোন মতেই থাকৃতে পার্ব্বো না, এখন তোমর যা বিবেচনায় হয় কর।

বিনোদ। আচ্ছা যাও যাও, দেখবে আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা কর্ব্বই কর্ব্ব। এই এখন অবধি আমি একখানি তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরী হাতে করে রাখি, জব্দ কর্ত্তে না পারি, শেষে আত্মহত্যা করে সতীত্ব রক্ষা কর্ব্ব, তারা কখনই আমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

শিবু। সতীর তো প্রতিজ্ঞাই এই। (স্বগতঃ) আর না পরীক্ষার শেষ সীমা হয়েছে?—বিনোদ!—জন্মের মত বাঁধলে।

(প্রস্থান।)

বিনোদ। গেলে? গেলে? ওঃ—আমার মন যে ক্রমেই উতলা হয়ে উঠ্‌লো। পাগল কে? নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে সেই। সেই মুখ, সেই চোক, সেই গলার স্বর; তবে কি বিধাতা সুদিন দিলেন, তাই বোধ হচ্চে, নতুবা আমার মন তো কখন বিচলিত হয়নি, তবে পাগলকে দেখে হলো কেন? বোধ হচ্চে পাগল প্রকৃত পাগল নয়, ছদ্মবেশী পাগলিনীর পাগল!—(সজল নয়নে) যদি তাই হও, তবে আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও? দাসী চরণে কি অপরাধ করেছে?—

(লক্ষীঝির প্রবেশ।)

লক্ষী। বৌমা! বেলা গেল, এখনও বসে, গাটা ধোবে না?

বিনোদ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) লক্ষি ! বস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লক্ষী। কি বল,—অত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচ কেন ?—

বিনোদ। পাগলকে দেখে অবধি—ওঃ—আমার——

লক্ষী। বৌমা চুপ কর, আর বলতে হবে না, আমি তোমাকে এতদিন ভয়ে বলিনি ; আমারও ঠিক্ দাদাবাবু দাদাবাবু বলে বোধ হচ্চে, আমি কোলে পীঠে করে মানুষ করেছি ;—আমি বেশ চিন্তে পারি।

বিনোদ। (আহ্লাদে) তবে আর সন্দেহ নাই। এখন তুই যা, ঘরদ্বার ঝাঁট দিগে যা, সন্ধ্যা হলেই সব আসতে থাকবে। আমি এখন গা ধুয়ে আসি।

লক্ষী। আচ্ছা।

(এক দিক্ দিয়া বিনোদবালার প্রস্থান
অপর দিক দিয়া লক্ষ্মীর প্রস্থান)

ইতি প্রথম ধাঁদা।

দ্বিতীয় অন্ধকার।

দ্বিতীয় ধাঁদা।

(বিনোদবালার গৃহ।)

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) এই ত পিদ্দীম টিদ্দীম সব দেওয়া হয়েছে। এক তাল মাটীও এনে রেখেছি; তুলোর ডোলটা ঐ পাশের অন্ধকার ঘরে রেখেছি, এখন চিটে গুড়ের গাম্‌লাটার ঢাকা খুলে রেখে আসি।

(অন্তরালে গমন কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ।)

এই তো সব হলো, এখন একটু বসি;—(উপবেশন) বেটাদের কি আক্কেল, গেরস্তোদের বৌঝির ওপরও নজর?— তা আবার নষ্ট নয় দুষ্ট নয়, নির্ম্মল গঙ্গার জল, তাকে নষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা? গোল্লায় যাবেন গোল্লায় যাবেন;—

নেপথ্যে। (দ্বারে টোকা মারণ)

লক্ষ্মী। (সচকিতে উঠিয়া স্বগতঃ) ঐ হরে তাঁতি গুওটা এসেছে বুঝি, যাই দোর খুলে দিইগে, তার পর ওর শ্রাদ্ধ হবে এখন।

(প্রস্থান ও হরিহর তাঁতিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হরিহর। লক্ষ্মি! বৌঠাকরুণ কোথায়?

লক্ষ্মী। তিনি রান্নাঘরে খাবার দাবার তয়ের কচ্চেন, তুমি এইখানে বস।

(মাদুর বিছাইয়া দেওন)

হরিহর। (উপবেশন পূর্ব্বক) লক্ষি!—আজ আমার কি আনন্দ?

লক্ষী। কাযেই, এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে উট্‌চে।

হরিহর। লক্ষি! বল্‌তে কি—বৌঠাক্‌রুণকে দেখে অবধি আমি পাগলের মত হয়েছিলেম, নিত্যি কাপড় বেচ বার ছুতো করে আস্‌তেম, কাল যেমন বল্লেন আজ মাথা মুড়িয়ে হবিষ্যি করে থাকো, কাল উপোশ করে আমার কাছে এসো; তখনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে গিয়ে আগেই মাথা মুড়ুলেম, তার পর কাল বিকেল বেলা হবিষ্যি করে ছিলেম, আজ সমস্ত দিন উপবাস করে এই সন্ধ্যের সময় এলেম। আজ সমস্ত দিন কাটা কৈ মাছের মত ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করেছি, দিন আর যায় না, উপোসের জন্য কষ্ট নয়, দেখবার জন্যে প্রাণ যেন বেরোয় বেরোয় বোধ হলো। এখন এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেচি। কিন্তু এখনও প্রাণটার ভেতর নওলা দওলা কচ্চে, যতক্ষণ না দেখতে পাচ্চি, ততক্ষণ স্থির হতে পাচ্চিনে।

লক্ষী। তা বৈকি?—(স্বগতঃ) উঃ—গুওটার কথা দেখ, ইচ্ছে করে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিই।

নেপথ্যে। (দ্বারে করাঘাৎ)

হরিহর। (সভয়ে) লক্ষি! আবার দোরে টোকা মারে কে?

লক্ষী। বলতে পারিনে; দেখে আসি।

(প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ)

লুকোও লুকোও, রামকুমার বাবু আসচে।

হরিহর। (সভয়ে) অ্যাঁ! রামকুমার বাবু? তবে লুকুই কোথায়?

লক্ষী। এই চোরা কুঠুরীর ভেতর লুকোও।

হরিহর। আচ্ছা তাই লুকই (স্বগতঃ) বৌটোর চরিত্র কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

(চোরাকুঠুরীর ভিতর প্রবেশ।)

(লক্ষীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে রামকুমার বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

রামকুমার। কৈ ঝি! বৌ কোথায়?

লক্ষী। তিনি রান্নাঘরে খাবার তৈয়ের কচ্চেন। আপনি বসুন!—

রামকুমার। আচ্ছা বসি। (উপবেশন।) ঝি! আগে তোর কত খোষামোদ করেছি, তুই রাজী হস্‌নে কেন বল দেখি?

লক্ষী। আমি কি কর্ত্তা বাবু! যাঁর রাজী হবার কথা, তিনি না রাজী হলে আমার রাজীতে কি হবে?

রামকুমার। ঠিক্ কথা। যা হোক্ আজ বৌ আমার ওপর সদয় হয়েছেন। (ক্ষণেক পরে) কৈ? এত দেরি হলো এখনো আস্‌চেন না যে?

লক্ষী। অত উতলা হয়োনা বাবু! বে হলে কি আর ঘর চলে না?

নেপথ্যে। (দ্বারে টোকা মারণ)

রামকুমার। (চমকিতে) ও কি ঝি!—দোরে ঘা মারে কে?

(ত্রস্তভাবে বিনোদবালার প্রবেশ।)

বিনোদ। ঝি! ঝি! দেওয়ানজী মশায় এসেছেন।

রামকুমার। (সভয়ে) অ্যাঁ! দেওয়ানজী এসেছেন! আমি লুকুই কোথায়—বৌ! তবে আমায় আসতে বলে-ছিলে কেন!

বিনোদ। উনি আসবেন আমি জাস্তেম না, আপনি একটু লুকিয়ে থাকুন, উনি এখনি চলে যাবেন।

রামকুমার। কোথায় লুকুই!—

বিনোদ। এক কর্ম্ম করুন, আপনি এই কোনে বসুন, আমি একখানা ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথায় একতাল কাদা দিই। তার ওপর একটা পিদ্দীম জেলে দিই, মনে কর্ব্বেন, দেরকোর ওপর পিদ্দীম আছে।

রামকুমার। আচ্ছা তাই দাও।

বিনোদবালা। আপনি তবে কোণে বসুন।

রামকুমার। (কোণে উপবেশন, বিনোদবালা কর্ত্তৃক প্রদীপাদি মস্তকে স্থাপন।)

বিনোদ। ঝি! দেওয়ানজী মশায়কে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ রান্না ঘরে যাই।

লক্ষ্মী। আচ্ছা।

(বিনোদবালার প্রস্থান)

[লক্ষ্মীর প্রস্থান ও দেওয়ানজীকে লইয়া
[পুনঃ প্রবেশ।]

দেওয়ানজী। কৈ ঝি! বাড়ীর গিন্নি কোথায়?

লক্ষ্মী। আপনি ঐ খাটে বসুন, তিনি খাবার দাবার তয়ের করে নিয়ে আস্‌চেন।

[অবগুণ্ঠনাবৃতা বিনোদবালার প্রবেশ]

দেওয়ানজী। এই যে মেঘ না চাইতে জল।

বিনোদবালা। ঝি! বল্‌না, চাতকের সৌভাগ্য।

দেওয়ানজী। (সহাস্যে) হাঃহা! বটে, বটে, এই যে বৌ কথা জানে। ভাই আগে যদি রাজী হতে, তাহলে সোণায় মুড়ে ফেল্‌তেম। সে আমারি অদৃষ্ট ক্রমে হয় নি, যা হোক্, আজতো তোমার জন্যে একসুট জড়োয়া গহনা এনেছি, এই নেও পর, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি।

বিনোদবালা। আজ্ঞা, এখন রেখে দিন, খাবারদাবার নিয়ে আসি খেয়ে দেয়ে নিন, তারপর গহনা পর্ব্বো এখন। (স্বগত) [illegible] সমুচিত প্রতিফল তোকে দেব।

[প্রস্থান।

দেওয়ানজী। আঃ—একটু দাঁড়াও না, অত ব্যস্ত কেন? পেট হাতে করেতো আসিনি, দুটো রসিকতাই করা যাক্।

নেপথ্যে। আমি এখনি আস্‌চি।

নেপথ্যে। [দ্বারে আঘাৎ]

দেওয়ানজী। (সচকিতে) ঝি! ও কিও?

লক্ষ্মী। বলতে পারিনে বাবু।

[দ্রুতপদে বিনোদবালার প্রবেশ।)

বিনোদবালা। ঝি! ঝি!—জমীদার মশায় এসেছেন।

দেওয়ানজী। কি জমীদার মশায়—কৃষ্ণকান্ত বাবু?

বিনোদবালা। হ্যাঁ।

দেওয়ানজী। (সভয়ে) তবে আমি কোথায় লুকুই—

বিনোদবালা। কেন বসুন্ না, একসঙ্গে ইয়ার্কী দেবেন।

দেওয়ানজী। (সভয়ে) অ্যাঁ! তোমার মনে এই ছিল, এখন তামাসা রাখ, তোমার পায়ে পড়ি বল, কোথায় লুকুই?

লক্ষ্মী। ঐ পাশের ঘরে বড় একটা গাম্‌লা আছে, তার ভেতর বসে থাকুন্‌গে, বাবু চলে গেলেই বেরোবেন এখন।

দেওয়ানজী। আচ্ছা, সেই ভাল।

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে। ইঃ!—এযে চিটে গুড়ের গাম্‌লা, গা-ময় লেগে গেল, এর্ ভেতর থাক্‌বো কি করে?

লক্ষ্মী। তবে এক কর্ম্ম কর, ওর পাশেই একটা বড় ডোল আছে, তার ভেতর ঢুকোও।

নেপথ্যে। আচ্ছা আচ্ছা।—(ক্ষণেক পরে) ইঃ—— এতে যে ডুবলো, চিটে গুড়ের সঙ্গে গা-ময় জড়িয়ে গেল।

বিনোদবালা। (সহর্ষে) তবে হয়েছে ভাল, বেরিয়ে আস্‌তে বল।

নেপথ্যে। আচ্ছা যাই।

(দেওয়ান্‌জীর প্রবেশ।)

বিনোদবালা। লক্ষ্মি! এক কর্ম্ম কর, গলায় একগাছা দড়ি দিয়ে খাটের খুরোর সঙ্গে বেঁধে রাখ, মনে কর্ব্বেন একটা ভেড়া বাঁধা আছে।

লক্ষ্মী। (দড়ি লইয়া) এসো তোমার গলায় দিই, তুমি হাঁটু গেড়ে বসে থাক।

দেওয়ানজী। আচ্ছা দাও, আমি এই বস্‌চি। (স্বগতঃ) ওঃ—কেন মত্তে এখানে এসেছিলেম, এতও অদৃষ্টে ছিল, শেষে ভেড়া হতে হলো!

(হাঁটুগাড়িয়া উপবেশন।)

লক্ষ্মী। (গলায় দড়ি দিয়া খাটের সহিত বন্ধন।)

বিনোদবালা। ঝি!—এই বার জমীদার মশায়কে নিয়ে আয়।

লক্ষ্মী। যাই। (লক্ষ্মীর প্রস্থান, কিঞ্চিৎ পরে কৃষ্ণকান্ত বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণকান্ত। আজ আমার কপাল সুপ্রসন্ন বলতে হবে।

বিনোদ। ঝি বলনা, ওঁর কেন আমারি কপাল সুপ্রসন্ন,—কারণ জমীদার মশায়ের আমার ওপর নজর পড়েছে।

কৃষ্ণকান্ত। না না আমারি কপাল সুপ্রসন্ন, রত্ন কাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে। ওখানে দাড়িয়ে কেন,—কাছে এসে বসো না।

বিনোদবালা। আজ্ঞে না, আপনার জন্যে খাবার আনি।

(প্রস্থান খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ঝি। জায়গা করে দাও।

লক্ষ্মী। (আসন প্রদান)

বিনোদবালা। (ভোজন দ্রব্য রাখিয়া) আহার কর্ত্তে বসুন।

কৃষ্ণকান্ত। (আহ্লাদে) আচ্ছা বসি। (ভোজন ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া খট্টায় উপবেশন)

বিনোদবালা। (তাম্বুল দান)

কৃষ্ণকান্ত। কাছে এসে বসনা।

বিনোদ। (মৃদুস্বরে) আপনি যদি না রাগ করেন এক কথা বলি।

কৃষ্ণকান্ত। সচ্ছন্দে বল, তোমার কথায় রাগ কর্ব্ব!

বিনোদবালা। দেখুন, আমি অবলা বুদ্ধিতে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে আমায় ঘোড়ায় চড়াতে পার্ব্বে, তার সহিত প্রণয় কর্ব্ব।

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্যে) তার জন্য চিন্তা কি, আমি এখনি ঘোড়া আনাচ্চি। (উঠিতে উদ্যত।)

বিনোদবালা। বসুন, বসুন, সে ঘোড়ার আবশ্যক নাই, আমি যার সঙ্গে প্রণয় কর্ব্ব, তার মুখে লাগাম, পীঠে জীন দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে তার পীঠে একবার চড়্‌লেই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়।

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্যে) কি ছেলেমানুস! ভাল ভাল, তোমার পিরিতের ঘোড়া হওয়াও ভাল! কৈ জীন লাগাম নিয়ে এস, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

বিনোদবালা। ঝি! নিয়ে আয় তো।

লক্ষ্মী। যাই।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে জীন লাগাম চাবুক লইয়া প্রবেশ।)

বিনোদবালা। বাবুকে পরিয়ে দে।

লক্ষ্মী। আপনি নিচে নেবে হাঁটু গেড়ে বসুন।

কৃষ্ণকান্ত। আচ্ছা। (তথাকরণ ঝি কর্ত্তৃক জীন ও লাগাম পরাওন।)

শিবে। (সহসা খাটের নীচে হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণকান্তের পীঠে চড়িয়া ঝির হস্ত হইতে চাবুক গ্রহণ পূর্ব্বক)— হেট্ হেট্ কদমে চল শালা! (চাবুক প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত। (সকাতরে) বাবারে গেলুম রে,—(উঠিতে উদ্যত)

লক্ষ্মী ও বিনোদ। (সচকিতে দৃষ্টি)

শিবে। শালার ঘোড়া! বেদড়া?—চল! (প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত। (সকাতরে) শিবু ছাড়! তোর পায়ে পড়ি।

শিবে। শিবু কোন্ শালা? আমার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেমন শালা; আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট কর্ব্বিনে? চল শালা চল!—

কৃষ্ণকান্ত। (সভয়ে) কেও নগেন বাবু? আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর এমন কর্ম্ম কর্ব্ব না। এই আমি নাকে খত দিচ্চি। তোমার স্ত্রী আমার মা, তুমি আমার ধরম বাপ!!

নগেন্দ্র। দে শালা নাকখত দে।

কৃষ্ণকান্ত। এই দিই বাবু!— (নাকখত দেওন) নগেন বাবু! এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমার প্রাণ যায়।

নগেন্দ্র। আর পাক দুই ঘোর তবে ছাড়বো গোলক-ধাঁদা দেখ।

কৃষ্ণকান্ত। (সজলনয়নে) নগেন্ বাবু! যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে খুব গোলোকধাঁদা দেখিয়েছ, আর পারিনে। আচ্ছা মরে মরে ও এই দু পাক্ ঘুর্চ্চি।—

(ঘুরিতে ঘুরিতে)—

না বুঝ্তে পেরে ধোঁকায় পড়ে
শেষকালে সার হলো কাঁদা।

এক্ এক্ পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলোকধাঁদা ॥

নগেন্দ্র। (সক্রোধে)—
তুইও বেটা যেমন গাধা।
(এই) একেই বলে গোলোকধাঁদা ॥

(গলা ধাক্কা দেওন।)

(উঠিতে পড়িতে কৃষ্ণকান্তের প্রস্থান।)

নগেন্দ্র। (দেওয়ানজীকে দৃষ্টে) এটা কি ?—

লক্ষ্মী। ও একটা ভেড়া।

নগেন্দ্র। আজ ভেড়াটাকেও চাবুকে টিট কর্ব্ব। (প্রহার)

দেওয়ান্জী। (চীৎকারপূর্ব্বক) নগেন বাবু! রক্ষাকর, আমাকে প্রাণে মেরোনা, এই আমি নাক খত দিচ্চি, আর আমি এমন কর্ম্ম কর্ব্বোনা।

নগেন্দ্র। আরে কেও দেওয়ানজি!—দাও নাকে খত দাও। এই যে দিব্বি ভেড়াটী হয়েছ।

দেওয়ানজী। এই নাকে খত্ দিচ্চি। (নাকে খত্ দেওন)

নগেন্। (বাঁধন খুলিয়া)
ভেড়া হয়ে ছিলে বাঁধা।
এখন দেখ গোলোকধাঁদা ॥

(সজোরে পদাঘাৎ।)

(উঠিতে পড়িতে দেওয়ানজীর প্রস্থান।)

নগেন। লক্ষ্মি!—কোণে কিসের ওপর প্রদীপ রেখেছিস্।

লক্ষ্মী। (সহাস্তে) ও একটা দের্‌কো বুঝি।

নগেন্। দের্‌কোর কি হাত পা আছে? (সজোরে চাবুক প্রহার।)

রামকুমার (গড়াইয়া পড়িয়া) নগেন্ বাবু! তোমার পায়ে পড়ি আমায় খুন করোনা। (পদ ধারণ)

নগেন। (রীতিমত প্রহার করিয়া) যা পাপীষ্ঠ! কলুষিত জীবন নিয়ে পালা।—

রামকুমার। (সরোদনে) বাবারে মরে গিয়েছি?— (পলায়ন)

নগেন। হরে! আর চোরা কুঠুরীর ভেতর কেন, বেরো শালা!

হরিহর। (সকম্পিত স্বরে) বাবু! আমায় খুন কর্ব্বেনা বল!

নগেন্দ্র। না বেরো।

(হরিহর নির্গত।)

নগেন্দ্র। (রীতিমত করিয়া চাবুক প্রহার।)

হরিহর। বাবারে গেলুম রে!—

(চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান।)

বিনোদবালা। (নগেনের চরণধারণ পূর্ব্বক)—নাথ! —আমার ওপর এত ছলনা কল্লে কেন? আমি কি অপরাধ করেছিলেম।

নগেন্দ্র। (বিনোদকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক।)

১

আয় লো আমার কমল কুসুম!
আয় লো আমার বিনোদ বালা।
আয় লো আমার সতীর আদর্শ :
বুকে রাখি তোকে নিবারি জ্বালা।

২

কেঁদনা আমার ওলো আদরিণী
জীবন থাকিতে দিবনা জ্বালা।
আয় লো আমার কমল কুসুম
আয় লো আমার বিনোদবালা॥

(গাঢ় বক্ষে ধারণ।)

বিনোদ। (সজল নয়নে।)

১

কি দোষ করেছি তোমার চরণে,
কি হেতু নগেন দিলে এ জ্বালা?
তোমা বিনা আমি জানিনা স্বপনে,
চিরকাল তব বিনোদবালা॥

২

ভালবাসি বলে কাঁদালে আমায়,
তাই দিয়েছিলে পিরিতে বাধা।
সতীত্ব পরীক্ষা করিতে নগেন্
ভাল দেখাইলে গোলকধাঁদা॥

যবনিকা পতন। ঐক্যতান বাদন। ইতি দ্বিতীয় অঙ্কঃ।

তৃতীয় অন্ধকার।

শেষ ধাঁদা।

কৃষ্ণকান্ত বাবুর বৈঠকখানা।

(কৃষ্ণকান্তবাবু দেওয়ানজী মোসাহেব আসীন।)

কৃষ্ণকান্ত। দেওয়ানজী!—আজ বড় জ্বর বোধ হয়েছে।

দেওয়ানজী। আজ্ঞে তা হতেই পারে।

(হরিহর তাঁতির প্রবেশ)

হরিহর। চাই শাড়ী কাপোড়!——

সকলে। (হরিহরকে দৃষ্টে হাস্য)—

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্যে)—আরে কেও হরিহর! মাথা মুড়ুলে কোন তীর্থে?

হরিহর। আজ্ঞে—হুজুর ঘোড়া দেওয়ান ভেড়া,
মোসাহেবের মাথায় বাতি।
সেই তীর্থে মাথা মুড়িয়েছে
এ অভাগা হরে তাঁতি!!

কৃষ্ণকান্ত। তাইতো হে! সকলকেই জব্দ করেছে।

সকলে। আজ্ঞা হ্যাঁ!—

কৃষ্ণকান্ত। শিবু পাগল যা বলে ছিল তা ঠিক হলো,—
না বুঝ্‌তে পেরে ধোঁকায় পড়ে,
শেষ কালে সার হলো কাঁদা।
এক্ এক্ পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা।

যবনিকা পতন।

ইতি তৃতীয় অন্ধকার প্রথম নিরূপিত স্থল।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আ
এই "গোলকধাঁদা প্রহসন" খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে কাপিরাইট খ
করিয়া লইলাম। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত অপর কে
সম্পর্ক রহিল না। আমার বিনানুমতিতে অন্য কেহ
পুস্তক ছাপিলে আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের দায়ী হই
হইবে।

প্রকাশক
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ

গোলকধাঁদা।

প্রহসন।

না বুঝতে পেরে ধোকায় পড়ে
শেষকালে সার হ'লো বাদা।
এক এক পাকে আঠারোবাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
প্রণীত।

বোর্ণিও ষ্ট্রীট ১নং দাক্ষায়ণী পুস্তকালয় হইতে
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,—৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার এণ্ড কোং'র
নূতন বিজ্ঞানযন্ত্রে
শ্রী শ্যামাচরণ বসুদ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, মৎপ্রণীত "গোলকধাঁদা" প্রহসনের স্বত্ব শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষকে বিক্রয় করিলাম, উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কেহ মুদ্রাঙ্কিত করিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না, যদি কেহ উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন। "গোলকধাঁদা" প্রহসনে আমার নামের মাত্র স্বত্ব রহিল, অন্যোর স্বত্ব কিছুই রহিল না।

সন ১২৯১ সাল ৭ই আশ্বিন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
সাং খড়দহ।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী	নিশ্চিন্তপুরের জমীদার।
শিবে পাগলা	বিনোদবালার স্বামী ছদ্মবেশী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
দেওয়ানজী	কৃষ্ণকান্ত বাবুর দেওয়ান।
রামকুমার বাবু	,, ,, মোসাহেব
হরিহর তাঁতি	ঐ গ্রামস্থ জনৈক কাপড় বিক্রেতা।

স্ত্রী।

বিনোদবালা	নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী।
লক্ষ্মী ঝি	দাসী

গোলকধাঁদা।

প্রহসন।

প্রথম অন্ধকার।

প্রথম ধাঁদা।

[illegible]পুরে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর বৈঠকখানা।

(তা[illegible]য়া ঠেস দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু আসীন, পার্শ্বে [illegible] একজন মোসাহেব, সম্মুখে পাগলা শিবে।)

শিবে।— না বুঝ্তে পেরে ধোঁকায় পড়ে
শেষকালে সার হবে কাঁদা।
এক এক পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দেবে গোলকধাঁদা॥

কৃষ্ণকান্ত। বলিস্ কি পাগল? অর্থলোভে কেন [illegible] হয়? টাকার লোভ দেখিয়ে অসাধ্য সাধন করা [illegible]।

মোসাহেব। আজ্ঞে, তা ত বটে:—ও [illegible] দিন বৃথা?

দেওয়ান। আমিও তো তাই বলি ;—বিশেষতঃ হুজুর সঙ্গে কল্লে কি না কর্ত্তে পারেন?

শিবে।— ফড়িং মারেন মেরে লাথি।
সাপ দেখ্‌লেই দাঁতকপাটী॥

কৃষ্ণকান্ত। জাত সাপ মন্ত্র ঔষধে বশ হয়।

শিবে।— হেলা ঢোঁড়া বশ হয়।
কেউটে গোখ্‌রো কভু নয়॥
ঝাড়ান্ ঝোড়ান্ ওষুধ পালা।
বেঙাচি কামড়ের বেলা॥
কাম্‌ড়ালে পর কেউটে সাপ॥
ভয়ে পালায় বোলে বাপ॥
আহাম্মক যদি পায়।
ওঝা বৈদ্যি ঠকিয়ে খায়॥
আসল কথা বল্‌ছে শিবে।
দাবানল কি ফুঁয়ে নিবে?

কৃষ্ণকান্ত। তবে কি হবে না?

শিবে।— কখন তা ভুল্‌বে নাকো।
বৃথা চেষ্টা করে থাকো॥

মোসাহেব। পাগলের কথা কে শোনে?

দেওয়ান। পাগলা তো বোঝে সব।

শিবে।— ঠেকে দেখ্‌বে গোলকধাঁদা।
ধোঁকায় পড়ে হবে গাধা॥

কৃষ্ণকান্ত। কত শত স্ত্রীলোককে দেখেছি, আগে

সতীত্ব জানিয়ে শেষে টাকার লোভ ছাড়্তে পারে না।

শিবে।— টাকার লোভে সতী ভূলে।
এ কথা শুনি না মূলে॥
বাধায় পড়ে সতী নাম।
মনে মনে খুঁজেন শ্যাম॥
যদি পান সময় স্থান॥
ডেকে উঠে প্রেমের বাণ॥
সতীত্ব যায় তোড়ে ভেসে।
তারাই সতী মরি হেসে॥

দেওয়ান। তবে যথার্থ সতী কারা ?

শিবে।— পতিই সর্ব্বস্ব জানে।
চায়নাকো পরপুরুষ পানে॥
সতীত্ব সতীরা রাখে।
কখন পড়্লে বিপাকে॥
জল আগুনে প্রবেশ করে।
বুকে ছুরি মেরে মরে॥

কৃষ্ণকান্ত। এও কি সেই রকম ?

শিবে।— ঢুকে একবার দেখ ধাঁদায়।
পাকে পাকে কত ঘোরায়॥
যেমন রাজা মন্ত্রী তেমন।
মনের ভেতর প্যাঁচয়া এমন ?
এঁরাই দেশের জমীদার।
প্রজার জাত্ বাঁচান ভার।

পাগ্‌লা মিছে মরিস্ বকে।
ঘরে থেকে গেছিস্ ঠকে॥
লোকালয়ে মিছে কাঁদা।
কেবল দেখ্‌বি গোলক—ধাঁদা॥

কৃষ্ণকান্ত। (সক্রোধে) দেখ্ পাগলা! মুখ সামলে কথা কোস্, তোকে যত কিছু বলিনে ততই বেড়েছিস্।

শিবে।— ধমক ধামক মিছে দিস্।
ভয় আমায় কি দেখাস্ ইস্?
পাগলা শিবের কাট্‌বে গলা?
এই দেখালেম চাটিমকলা॥

(ভোঁ দৌড়।)

দেওয়ান। পাগলা পালালো—পালালো।

কৃষ্ণকান্ত। ধর ধর, পালাতে দিও না।

মোসাহেব। (শীঘ্র উঠিয়া) এই বেটাকে ধরে আনি!

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

নেপথ্যে।— এখন বসে হুকুম দে।
পাগ্‌লা কলা দেখিয়েছে।

(মোসাহেবের পুনঃপ্রবেশ।)

মোসাহেব। হুজুর! পাগ্‌লা যেন পাখির মত উড়ে গেল, আর দেখ্‌তে পেলেম না।

কৃষ্ণকান্ত। যেতে দাও, তুমি বসো, একটা পরামর্শ করি।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা (উপবেশন)

কৃষ্ণকান্ত। দেখ, পাগ্‌লা যত গুমোর করে, তার গুমোর ভাংতেই হবে। বল কি, এক্‌টা ছুঁড়িকে ভোলাতে পার্ব্বোনা। কি বল দেওয়ান্‌জি ?

দেওয়ান। আজ্ঞে এম্নি যোগাড় কচ্চি, কাল রাত্রেই আপনি তার বাড়ী যেতে পার্ব্বেন। ছুঁড়ীটে এখন বাড়ীতে একলা থাকে, কেবল একটী চাক্‌রাণী তার কাছে থাকে, সে বেটীকে দু টাকা দিলেই বশ।

মোসাহেব। তা বৈকি, টাকায় কিনা হয়, আমি এখনি সেই জোগাড়ে চল্লেম। (উঠিতে উদ্যত)

কৃষ্ণকান্ত। ওহে! এই গোটাকত টাকা নিয়ে যাও, যদি কিছু ঘুষঘাষ দিতে হয়—দিও।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণকান্ত। (বাক্স খুলিয়া মোসাহেবের হস্তে নোট দান) এই নাও।

মোসাহেব। দিন। (নোট লইয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণকান্ত। দেওয়ানজি! তুমিও তবে যোগাড়ে গেল, যা হতে না হয়; এখন বেলা হয়েছে স্নান করা যাক্‌গে।

দেওয়ান। যে আজ্ঞে।

সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অন্ধকারের ধাঁদা।

দ্বিতীয় ধাঁদা।

(পল্লিগ্রামের প্রকাণ্ড পথ, দুই পার্শ্বে ঝাউগাছ,
অদূরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটী,
নাচিতে গাইতে পাগ্‌লা শিবের
প্রবেশ।)

শিবে।— বাউলের সুরে।

সাধ করে কি পাগল হই।
যত সহজ লোকের কায়দা দেখে
জবুথবু হয়ে রই॥
(বাইরে) ধর্ম্মচাপা, কেটে ছাপা
মালা জপ্‌চে যত ঐ ;———
(ভিতরে) গোলক ধাঁদা, বাহির শাদা,
ধর্ম্মের দফায় ঢেরা সই।
কেটে ন্যায়তন্ত্র তর্ক মন্ত্র
বিচারে কন আমি কৈ ;
(বেড়ায়) দিয়ে ফাকি পেতে চাকি,
খাওয়ায় কেবল টকো দৈ।
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার
দেহ মন আমি নই ;———
(তবে) ভোগ্ লালসা সংসার আশা
তোদের এখন গেছে কৈ ;

বাবা! চিন্তে পারা দায়, ধাঁদায় পড়ে আঁধার দেখ্‌চি। ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্চি, ধর্ম্মে, বিদ্যায়, একতায়, স্বাধীনতায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, সামাজিকে যে দিকে চাই সেই দিকেই গোলকধাঁদা। কেবল হিংসা, চাতুরি, অভিমান, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামী, যণ্ডামীতেই ঘুরপাক্ খাওয়ায়। প্রথমে ভাব্‌লেম ভারতে ধর্ম্মের আদর বেশী, সেই পথেই একবার বেড়িয়ে দেখি। পবিত্র তীর্থ কাশীতে একদিন যদুপতির কাছে গেলেম, যদুপতির হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ভাবিলেম মহাদণ্ডী হবেন। তাঁর নামে অনেকের মুখে লাল পড়ে, সেখানে অনেক বৃদ্ধলোকের মুখে শুনি যে যদুপতি একজন প্রধান আমিজ্ঞ অর্থাৎ আমি কে চিনেছেন। আমিও সেই জনরবে গোলকধাঁদায় পড়ে হাঁদার মত আমিকে খুঁজতে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াই। শেষে খুঁজতে খুঁজতে দেখি কিনা আমি একটী ঘোর ভোগবিলাসী, বিশ্ববঞ্চক, গলাকাটা, সংসারের গুটিপোকা। তাই দেখেই না আমি কে চিনেই ভোঁ দৌড়—শেষে রাস্তায় এসে পাগলামী করে বাঁচি; ভাবলেম্ বাবা! অমন আমি চাইনে, তুমি ভাল; শেষকালে আমি চিনে কি একটা পৃথিবীর খণ্ডপ্রলয় কর্ব্বো! তার দুদিন চার্‌দিন পর, শুন্তে শুন্তে শুনি কি না, আর এক আমিজ্ঞ আছে, তাঁর নাম বিশ্বনাথ। আবার প্রাণ হামাগুড়িদে উঠ্‌লো, মনে কল্লেম একবার দেখেই আসি না কেন, আমি কে? কাছে গিয়ে দেখি, দাড়িতে হাঁটুতে লাগান ত্রিকেলে এক বৃদ্ধ বসে আমিজ্ঞ। প্রথম

ভক্তি শ্রদ্ধা হলো, হবেও বা, দেখা হতেই তিনি অনেক যত্ন করে বসালেন। এমন সময়ে এ কথায় ও কথায় আমি-কের কথায় খোঁচা উঠ্‌তে বিচার এসে হাজির, শেষে হাত আমি নই—পা আমি নই, দেহ আমি নই, ক্রমে স্ত্রীতত্ত্ব, কামিনীতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, কত তত্ত্ব উঠ্‌লো। পরে মনোময়—কোষ, অন্নময়—কোষ, জ্ঞানময়—কোষ, তারপর বিশ্বনাথ খুড়ো প্রস্রাব কত্তে উঠে মধুকোষ দেখিয়ে বায়ুদোষ আরম্ভ কল্লেন। ভাব্‌লেম সর্ব্বনাশ! খুড়োর অপানদেশ দিয়েই বুঝি আমির জড় বেরুচ্চে। আর চুপ্‌করে থাক্‌তে পাল্লেম না, বল্লেম খুড়ো ভাল করে কাছা এঁটে আমিকে ধরে রাখ, যেন আমির জড়শুদ্ধ না বেরিয়ে পড়ে। যেই বলা খুড়ো আর কোথায়? তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বিচারে আমি কে "সোঽহং" ছেড়ে "কস্তং" বেল্লিক বলে গালাগালির পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সেই ক্রোধের সময় কাশিতে আমি, হাঁচিতে আমি, কথায় আমি, অপান বায়ুতে আমি, অজস্র বেরুতে লাগলো। ভাবলেম কি বিপদ! একেবারে আমির ভাণ্ডারে খোঁচা দিয়েতো ভালকর্ম্ম করিনে, খুড়ো যে আমাকে আমিতে ভরিয়ে দিলে দেক্‌চি! আবার বল্লেম খুড়ো থাম, নবদ্বার বন্ধ কর, নতুবা সব আমি বেরিয়ে যায়। এ কথায় খুড়ো ভয়ানক রেগে আমিকের বেগ আর সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে কাছার কাপড়ে আমিকের জড় বার করে ফেল্লেন? তাই দেখেই আমি সেখান থেকে ভোঁ দৌড়ে রাস্তায় এসে গান ধল্লেম;—

চিন্তে গিয়ে অহংকার ?
যত ভণ্ড বলে অহং সোঽহং
কোঽহং তত্ত্ব নাইকো আর ॥
যত সব, ভক্ত বিটেল বিষম খটেল্
কেবল বলে সার বিচার ;—
পড়ে গোলক ধাঁদায় মায়ার বাধায়
বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার !
(আমায়) যত খলে পাগল বলে
এর চেয়ে কি অবিচার ;—
তারা জানে না যে পাগলভাবে
আমি কেটা তুমি সার ।
দেখ বারি হতে উঠে বিম্ব,
বিম্ব আমি ভ্রম সবার ;—
(ক্রমে) বারিতে মিশাবে বিম্ব,
বারিই তুমি মূলাধার ॥

তার পরে যেখানেই যাই, সেইখানেই গোলকধাঁদা. দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, মহান্ত, যা দেখি সকলই ধোঁকা, জিলিপির পাক্। তখন ভাব্‌লেম দূর হোক্ সংসারিদের কাছে থাকিগে, শেষে তাদের কাছে এসে অবাক্, একেবারে পাপের স্রোত বয়ে যাচ্চে, সর্ব্বনাশের শীলে বৃষ্টি হচ্ছে, এখনও যে সৃষ্টি প্রলয় হয় না কেন, তাই ভাবছি ;—

(চিন্তা)

(কাপড়ের মোট মাথায় হরিহর
তাঁতির প্রবেশ।)

হরিহর। চাই শাড়ি কাপোড় ;——

শিবে। এই তাঁতি বেটা আস্‌চে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এরও ভাব দেখা যাক্। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

হরিহর। চাই শাড়ী কাপোড় ;—(স্বগতঃ) এত চেষ্টা কচ্চি হাত লাগ্‌চে না, বাঃ—ছুঁড়ীটের কি চেহারা !—আমারতো মুণ্ড ঘুরে গ্যাছে, চেষ্টা কর্ত্তে ছাড়্‌বো না, দেখি হাত্ লাগে কি না। (উচ্চৈঃস্বরে চাই শাড়ী কাপোড়।)—

শিবে। (স্বগতঃ) এবেটারও যে দেখি পতিব্রতার ধর্ম্মনষ্ট কর্ত্তে ইচ্ছে, দেখি, কক্কুরের জল কক্কুরে মরে।

হরিহর। (নগেন্দ্র বাবুর দ্বারের নিকটে গিয়া) চাই শাড়ী কাপোড়, মা ঠাকরুণ! কাপড় নেবেন গা!

(সহসা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিনোদবালার প্রবেশ)

বিনোদ। হরি হরি! কেমন কাপড় তোমার দেখি বাপু।

হরিহর। (সাহ্লাদে) এই দেখুন না মাঠাক্‌রুণ (কাপড়ের বস্তা খুলিয়া দেখাওন।)

বিনোদ। (একযোড়া কাপড় মনোনীত করিয়া) হরিহর! এ যোড়ার দাম কত ?

হরিহর। আজ্ঞে নিন্ না, আপনার সঙ্গে আর দরদস্তুর কি ? য যোড়া ইচ্ছে ত যোড়া নিন, দামের জন্যে ভাবেন্‌না যবে হয় তবে দেবেন।

বিনোদ। (স্বগতঃ) ওঃ এবেটার মনে কি নরক!

আমি একলা স্ত্রীলোক বাড়ী থাকি বলে সকলেই আমার সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা কচ্চে। জমিদার, দেওয়ান, মোসাহেব, রামকুমার পর্য্যন্ত আমাকে বিরক্ত কচ্চে। আমিত প্রাণ থাকতে সতীত্ব নষ্ট করবো না, এতে ধর্ম্ম আমায় অবশ্য রক্ষা করবেন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) ওঃ তিনি নিউদ্দেশ, আমার যে এখন কি দশা তা জানেন না। নাথ! আমায় কি অপরাধে পরিত্যাগ করে গেলেন, এত দিন প্রাণত্যাগ কত্তেম, কেবল আশায় বেঁচে আছি। ধন্য শিবু পাগল! সে আজ আমায় যে পরামর্শ দিয়েছে, তাতে আজ সকলেই গোলকধাঁদা দেখবে। রামকুমারকে আসতে বলেছি দণ্ড দুই রাত্রে, দেওয়ানকে বলেছি এক প্রহরের সময়, জমীদারকে বলেছি দুই প্রহরের সময়, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে এ বেটাকে সন্ধ্যার সময় আসতে বলি।

হরিহর। মাঠাকুরুণ কি ভাবছেন?

বিনোদ। ভাবিচি হরিহর! তোমার মনের ভাব কি বুঝতে পাচ্ছিনে।

হরিহর। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে না, মনের ভাব এমন কিছুই নয়, তবে কি—পায়ে রাখলেই হয়।

বিনোদ। দেখ হরিহর! তুমি অস্পৃশ্য জাত, তোমার দেহ পবিত্র না হলে ত স্পর্শ করতে পারিনে। যদি আমার ঘরে আসতে চাও, তবে এক কর্ম্ম কর, আজ মাথা মুড়িয়ে হবিষ্য করে থেকো, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে এসো।

হরিহর। (সাহ্লাদে) আজ্ঞে তা তা যা আজ্ঞা কল্লেন এখনই করিগে, মাথা মুড়িয়ে আজ হবিষ্যি কর্ব্ব, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময় আস্‌বো। আজ্ঞা করেছেন ভাল, দেবতার সহবাস। তা এখন যে কযোড়া কাপড়ের দরকার নিন।

বিনোদ। আর দরকার নাই, এই যোড়াই নিলেম।

হরিহর। যে আজ্ঞা। (কাপড়ের বস্তা বান্ধিয়া) যখন যা দরকার হবে, বল্লেই চাকর এনে হাজির কর্ব্বে। এখন তবে আসি—

বিনোদ। এসো, মনে যেন থাকে।

হরিহর। আজ্ঞে, না মলে তো ভুলবো না।

(হরিহরের প্রস্থান।)

(দ্বারবদ্ধ করিয়া বিনোদবালার প্রস্থান।)

শিবে।— (গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া)

নিউদ্দেশে আছে পতি।
সতীত্ব তোর দেখবে সতী॥
মনে কর দূরে আছে।
ছায়ার মত ঘুরচে কাছে॥
খাঁটি হলে পরীক্ষায়।
পতি পাবে পুনরায়॥
শক্ত ধর্ম্মের আল বাঁধা।
প্রথম দেখ গোলকধাঁদা॥ (প্রস্থান।)

ইতি প্রথম অঙ্কাকার।

সমবেত বাদ্য। যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অন্ধকার

প্রথম ধাঁদা।

(বিনোদবালার গৃহ।)

(বিনোদবালা আসীনা।)

বিনোদ। (স্বগতঃ) আমিত চারজনকেই আসতে বলেছি, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্চে, আমি স্ত্রীলোক তাদের জব্দ কর্ব্বো কি করে? এই সময় একবার শিবুপাগল আস্‌তো ভাল হতো, তা হলে জব্দ কর্ব্বার উপায়টা জেনে নিতেম, কারণ সেই আমাকে তাদের ঘরে এনে জব্দ কর্ত্তে বলেছে। (ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ!— আমার মন কেন এমন হলো? আমার তো এমন কুপথে কখন মন যায় না, তবে পাগলের দিকেই মন টান্‌চে কেন? ঠিক্ সেই মুখ সেই চোক, তবে সেই কি? না—না ভ্রম! এ অদৃষ্টে কি তেমন সুখমিলন ঘট্‌বে? চারবচ্ছর মাত্র পতি কাছে ছিলেম, দশবচ্ছরে বিয়ে হলো, দুই বছর তো পতি কেমন জান্তেমি না, কেবল দু বচ্ছর পতি চিনে ছিলেম। উঃ—তাঁর পর না জানি কি দোষে আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন। আমিত জ্ঞানে তাঁর কাছে কোন দোষ করিনে, তবে পরিত্যাগ কল্লেন কেন? দু বৎসর নিউ-

দেশ হয়েছেন ; তার বছর খানেক পরে শিবেপাগ্‌লা এসেছে। পাগ্‌লাকে দেখেই—না আর মুখে আন্‌বো না, মনে পাপ কল্পনা, সতীত্বে কলঙ্ক! স্বামী ভিন্ন ভ্রমেওতো অন্যপুরুষকে চিন্তা করিনে, তবে কেন আমার মন এমন হলো?—(চিন্তা)

(শিবু পাগলের প্রবেশ)

শিবু। বিনোদ! বসে কি কচ্চ?

বিনোদ। (সচকিতে দৃষ্টি) এসো এসো, ভাবচি কি, তারা এলে জব্দ কর্ব্ব কি করে? সে কথাত তুমি আমাকে বলে দাওনি?

শিবু। (বিনোদের কাণে কাণে)

বিনোদ। তুমি থাক্‌বে না?

শিবু। না।

বিনোদ। আমার বড় ভয় হচ্চে, আমি স্ত্রীলোক, চারজনের সুমুখে কেমন করে কথা কব?

শিবু। একটু সাহস কর, এ রকম না কল্লে ওরা সর্ব্বদাই বিরক্ত কর্ব্বে ; এমন কি তোমার উপর অত্যাচার কর্ত্তেও ছাড়্‌বে না।

বিনোদ। আচ্ছা আমি সাহস কর্ব্ব, কিন্তু তুমি লুকিয়ে থাক্‌লে আরও ভর্সা হবে। কি জানি যদি কোন রকম ব্যাঘাৎ ঘটে ; তা হলে তুমি রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে।

শিবু। না, কোন মতেই থাকতে পার্ব্বো না, এখন তোমর যা বিবেচনায় হয় কর।

বিনোদ। আচ্ছা যাও যাও, দেখবে আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা কর্ব্বই কর্ব্ব। এই এখন অবধি আমি একখানি তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরী হাতে করে রাখি, জব্দ কর্ত্তে না পারি, শেষে আত্মহত্যা করে সতীত্ব রক্ষা কর্ব্ব, তারা কখনই আমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

শিবু। সতীর তো প্রতিজ্ঞাই এই। (স্বগতঃ) আর না পরীক্ষার শেষ সীমা হয়েছে?—বিনোদ!—জন্মের মত বাঁধলে।

(প্রস্থান।)

বিনোদ। গেলে? গেলে? ওঃ—আমার মন যে ক্রমেই উতলা হয়ে উঠ্‌লো। পাগল কে? নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে সেই। সেই মুখ, সেই চোক, সেই গলার স্বর; তবে কি বিধাতা সুদিন দিলেন, তাই বোধ হচ্চে, নতুবা আমার মন তো কখন বিচলিত হয়নি, তবে পাগলকে দেখে হলো কেন? বোধ হচ্চে পাগল প্রকৃত পাগল নয়, ছদ্মবেশী পাগলিনীর পাগল!—(সজল নয়নে) যদি তাই হও, তবে আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও? দাসী চরণে কি অপরাধ করেছে?—

(লক্ষীঝির প্রবেশ।)

লক্ষী। বৌমা! বেলা গেল, এখনও বসে, গাটা ধোবে না?

বিনোদ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) লক্ষি ! বস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লক্ষী। কি বল,—অত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচ কেন ?—

বিনোদ। পাগলকে দেখে অবধি—ওঃ—আমার——

লক্ষী। বৌমা চুপ কর, আর বলতে হবে না, আমি তোমাকে এতদিন ভয়ে বলিনি ; আমারও ঠিক্ দাদাবাবু দাদাবাবু বলে বোধ হচ্চে, আমি কোলে পীঠে করে মানুষ করেছি ;—আমি বেশ চিন্তে পারি।

বিনোদ। (আহ্লাদে) তবে আর সন্দেহ নাই। এখন তুই যা, ঘরদ্বার ঝাঁট দিগে যা, সন্ধ্যা হলেই সব আসতে থাকবে। আমি এখন গা ধুয়ে আসি।

লক্ষী। আচ্ছা।

(এক দিক্ দিয়া বিনোদবালার প্রস্থান
অপর দিক দিয়া লক্ষ্মীর প্রস্থান)

ইতি প্রথম ধাঁদা।

দ্বিতীয় অন্ধকার।

দ্বিতীয় ধাঁদা।

(বিনোদবালার গৃহ।)

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) এই ত পিদ্দীম টিদ্দীম সব দেওয়া হয়েছে। এক তাল মাটীও এনে রেখেছি; তুলোর ডোলটা ঐ পাশের অন্ধকার ঘরে রেখেছি, এখন চিটে গুড়ের গাম্‌লাটার ঢাকা খুলে রেখে আসি।

(অন্তরালে গমন কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ।)

এই তো সব হলো, এখন একটু বসি ;—(উপবেশন) বেটাদের কি আক্কেল, গেরস্তোদের বৌঝির ওপরও নজর?— তা আবার নষ্ট নয় দুষ্ট নয়, নির্ম্মল গঙ্গার জল, তাকে নষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা? গোল্লায় যাবেন গোল্লায় যাবেন ;—

নেপথ্যে। (দ্বারে টোকা মারণ)

লক্ষ্মী। (সচকিতে উঠিয়া স্বগতঃ) ঐ হরে তাঁতি গুওটা এসেছে বুঝি, যাই দোর খুলে দিইগে, তার পর ওর শ্রাদ্ধ হবে এখন।

(প্রস্থান ও হরিহর তাঁতিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হরিহর। লক্ষি! বৌঠাকরুণ কোথায়?

লক্ষ্মী। তিনি রান্নাঘরে খাবার দাবার যোগের কচ্চেন, তুমি এইখানে বস।

(মাদুর বিছাইয়া দেওন)

হরিহর। (উপবেশন পূর্ব্বক) লক্ষ্মি!—আজ আমার কি আনন্দ?

লক্ষ্মী। তাইেই, এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে উট্‌চে।

হরিহর। লক্ষ্মি! বল্‌তে কি—বৌঠাক্‌রুণকে দেখে অবধি আমি পাগলের মত হয়েছিলেম, নিত্যি কাপড় বেচবার ছুতো করে আস্‌তেম, কাল যেমন বল্লেন আজ মাথা মুড়িয়ে হবিষ্যি করে থাকো, কাল উপোশ করে আমার কাছে এসো; তখনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে গিয়ে আগেই মাথা মুড়ুলেম, তার পর কাল বিকেল বেলা হবিষ্যি করে ছিলেম, আজ সমস্ত দিন উপবাস করে এই সন্ধ্যের সময় এলেম। আজ সমস্ত দিন কাটা কৈ মাছের মত ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করেছি, দিন আর যায় না, উপোসের জন্য কষ্ট নয়, দেখবার জন্যে প্রাণ যেন বেরোয় বেরোয় বোধ হলো। এখন এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেচি। কিন্তু এখনও প্রাণটার ভেতর নওলা দওলা কচ্চে, যতক্ষণ না দেখতে পাচ্চি, ততক্ষণ স্থির হতে পাচ্চিনে।

লক্ষ্মী। তা বৈকি?—(স্বগতঃ) উঃ—গুওটার কথা দেখ, ইচ্ছে করে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিই।

নেপথ্যে। (দ্বারে করাঘাৎ)

হরিহর। (সভয়ে) লক্ষ্মি! আবার দোরে টোকা মারে কে?

লক্ষ্মী। বলতে পারিনে; দেখে আসি।

(প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ)

লুকোও লুকোও, রামকুমার বাবু আসচে।

হরিহর। (সভয়ে) অ্যাঁ! রামকুমার বাবু? তবে লুকুই কোথায়?

লক্ষ্মী। এই চোরা কুঠুরীর ভেতর লুকোও।

হরিহর। আচ্ছা তাই লুকই (স্বগতঃ) বৌটোর চরিত্র কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

(চোরাকুঠুরীর ভিতর প্রবেশ।)

(লক্ষ্মীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে রামকুমার বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

রামকুমার। কৈ ঝি! বৌ কোথায়?

লক্ষ্মী। তিনি রান্নাঘরে খাবার তৈয়ের কচ্চেন। আপনি বসুন!—

রামকুমার। আচ্ছা বসি। (উপবেশন।) ঝি! আগে তোর কত খোষামোদ করেছি, তুই রাজী হস্‌নে কেন বল দেখি?

লক্ষ্মী। আমি কি কর্ত্তা বাবু! যাঁর রাজী হবার কথা, তিনি না রাজী হলে আমার রাজীতে কি হবে?

রামকুমার। ঠিক্ কথা। যা হোক্ আজ বৌ আমার ওপর সদয় হয়েছেন। (ক্ষণেক পরে) কৈ? এত দেরি হলো এখনো আস্‌চেন না যে?

লক্ষী। অত উতলা হয়োনা বাবু! বে হলে কি আর ঘর চলে না?

নেপথ্যে। (দ্বারে টোকা মারণ)

রামকুমার। (চমকিতে) ও কি ঝি!—দোরে ঘা মারে কে?

(ত্রস্তভাবে বিনোদবালার প্রবেশ।)

বিনোদ। ঝি! ঝি! দেওয়ানজী মশায় এসেছেন।

রামকুমার। (সভয়ে) অ্যাঁ! দেওয়ানজী এসেছেন! আমি লুকুই কোথায়—বৌ! তবে আমায় আস্তে বলেছিলে কেন!

বিনোদ। উনি আসবেন আমি জান্তেম না, আপনি একটু লুকিয়ে থাকুন, উনি এখনি চলে যাবেন।

রামকুমার। কোথায় লুকুই!—

বিনোদ। এক কর্ম্ম করুন, আপনি এই কোনে বসুন, আমি একখানা ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথায় একতাল কাদা দিই। তার ওপর একটা পিদ্দীম জেলে দিই, মনে কর্ব্বেন, দেরকোর ওপর পিদ্দীম আছে।

রামকুমার। আচ্ছা তাই দাও।

বিনোদবালা। আপনি তবে কোণে বসুন।

রামকুমার। (কোণে উপবেশন, বিনোদবালা কর্ত্তৃক প্রদীপাদি মস্তকে স্থাপন।)

বিনোদ। ঝি! দেওয়ানজী মশায়কে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ রান্না ঘরে যাই।

লক্ষী। আচ্ছা।

(বিনোদবালার প্রস্থান)

[লক্ষীর প্রস্থান ও দেওয়ানজীকে লইয়া
[পুনঃ প্রবেশ।]

দেওয়ানজী। কৈ ঝি! বাড়ীর গিন্নি কোথায়?

লক্ষী। আপনি ঐ খাটে বসুন, তিনি খাবার দাবার তয়ের করে নিয়ে আস্‌চেন।

[অবগুণ্ঠনাবৃতা বিনোদবালার প্রবেশ]

দেওয়ানজী। এই যে মেঘ না চাইতে জল।

বিনোদবালা। ঝি! বল্‌না, চাতকের সৌভাগ্য।

দেওয়ানজী। (সহাস্যে) হাঃহা! বটে, বটে, এই যে বৌ কথা জানে। ভাই আগে যদি রাজী হতে, তাহলে সোনায় মুড়ে ফেল্‌তেম। সে আমারি অদৃষ্ট ক্রমে হয় নি, যা হোক্, আজতো তোমার জন্যে এক্‌সুট জড়োয়া গহনা এনেছি, এই নেও পর, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি।

বিনোদবালা। আজ্ঞা, এখন রেখে দিন, খাবারদাবার নিয়ে আসি খেয়ে দেয়ে নিন, তারপর গহনা পর্ব্বো এখন। (স্বগত) [illegible] সমুচিত প্রতিফল তোকে দেব।

[প্রস্থান।

দেওয়ানজী। আঃ—একটু দাঁড়াও না, অত ব্যস্ত কেন? পেট হাতে করেতো আসিনি, দুটো রসিকতাই করা যাক্।

নেপথ্যে। আমি এখনি আস্‌চি।

নেপথ্যে। [দ্বারে আঘাৎ]

দেওয়ানজী। (সচকিতে) ঝি! ও কিও?

লক্ষ্মী। বলতে পারিনে বাবু।

[দ্রুতপদে বিনোদবালার প্রবেশ।)

বিনোদবালা। ঝি! ঝি!—জমীদার মশায় এসেছেন।

দেওয়ান্‌জী। কি জমীদার মশায়—কৃষ্ণকান্ত বাবু?

বিনোদবালা। হ্যাঁ।

দেওয়ান্‌জী। (সভয়ে) তবে আমি কোথায় লুকুই—

বিনোদবালা। কেন বসুন্ না, একসঙ্গে ইয়ার্কী দেবেন।

দেওয়ানজী। (সভয়ে) অ্যাঁ! তোমার মনে এই ছিল, এখন তামাসা রাখ, তোমার পায় পড়ি বল, কোথায় লুকুই?

লক্ষ্মী। ঐ পাশের ঘরে বড় একটা গাম্‌লা আছে, তার ভেতর বসে থাকুন্‌গে, বাবু চলে গেলেই বেরোবেন এখন।

দেওয়ানজী। আচ্ছা, সেই ভাল।

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে। ইঃ!—এযে চিটে গুড়ের গাম্‌লা, গা-ময় লেগে গেল, এর্ ভেতর থাক্‌বো কি করে?

লক্ষ্মী। তবে এক কর্ম্ম কর, ওর পাশেই একটা বড় ডোল আছে, তার ভেতর লুকোও।

নেপথ্যে। আচ্ছা আচ্ছা।—(ক্ষণেক পরে) ইঃ—— এতে যে ভুস্লো, চিটে গুড়ের সঙ্গে গা-ময় জড়িয়ে গেল।

বিনোদবালা। (সহর্ষে) তবে হয়েছে ভাল, বেরিয়ে আস্‌তে বল।

নেপথ্যে। আচ্ছা যাই।

(দেওয়ান্‌জীর প্রবেশ।)

বিনোদবালা। লক্ষ্মি! এক কর্ম্ম কর, গলায় একগাছা দড়ি দিয়ে খাটের খুরোর সঙ্গে বেঁধে রাখ, মনে কর্ব্বেন একটা ভেড়া বাঁধা আছে।

লক্ষ্মী। (দড়ি লইয়া) এসো তোমার গলায় দিই, তুমি হাঁটু গেড়ে বসে থাক।

দেওয়ানজী। আচ্ছা দাও, আমি এই বস্‌চি। (স্বগতঃ) ওঃ—কেন মত্তে এখানে এসেছিলেম, এতও অদৃষ্টে ছিল, শেষে ভেড়া হতে হলো!

(হাঁটুগাড়িয়া উপবেশন।)

লক্ষ্মী। (গলায় দড়ি দিয়া খাটের সহিত বন্ধন।)

বিনোদবালা। ঝি!—এই বার জমীদার মশায়কে নিয়ে আয়।

লক্ষ্মী। যাই। (লক্ষ্মীর প্রস্থান, কিঞ্চিৎ পরে কৃষ্ণকান্ত বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণকান্ত। আজ আমার কপাল সুপ্রসন্ন বলতে হবে।

বিনোদ। ঝি বলনা, ওঁর কেন আমারি কপাল সুপ্রসন্ন,—কারণ জমীদার মশায়ের আমার ওপর নজর পড়েছে।

কৃষ্ণকান্ত। না না আমারি কপাল সুপ্রসন্ন, রত্ন কাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন,—কাছে এসে বসো না।

বিনোদবালা। আজ্ঞে না, আপনার জন্যে খাবার আনি।

(প্রস্থান খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ঝি। জায়গা করে দাও।

লক্ষ্মী। (আসন প্রদান)

বিনোদবালা। (ভোজন দ্রব্য রাখিয়া) আহার কর্ত্তে বসুন।

কৃষ্ণকান্ত। (আহ্লাদে) আচ্ছা বসি। (ভোজন ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া খট্টায় উপবেশন)

বিনোদবালা। (তাম্বুল দান)

কৃষ্ণকান্ত। কাছে এসে বসনা।

বিনোদ। (মৃদুস্বরে) আপনি যদি না রাগ করেন এক কথা বলি।

কৃষ্ণকান্ত। সচ্ছন্দে বল, তোমার কথায় রাগ কর্ব্ব!

বিনোদবালা। দেখুন, আমি অবলা" বুদ্ধিতে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে আমায় ঘোড়ায় চড়াতে পার্ব্বে, তার সহিত প্রণয় কর্ব্ব।

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্যে) তার জন্য চিন্তা কি, আমি এখনি ঘোড়া আনাচ্চি। (উঠিতে উদ্যত।)

বিনোদবালা। বসুন, বসুন, সে ঘোড়ায় আবশ্যক নাই, আমি যার সঙ্গে প্রণয় কর্ব্ব, তার মুখে লাগাম, পীঠে জীন দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে তার পীঠে একবার চড়্‌লেই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়।

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্যে) কি ছেলেমানুষ! ভাল ভাল, তোমার পিরিতের ঘোড়া হওয়াও ভাল! কৈ জীন লাগাম নিয়ে এস, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

বিনোদবালা। ঝি! নিয়ে আয় তো।

লক্ষ্মী। যাই।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে জীন লাগাম চাবুক লইয়া প্রবেশ।)

বিনোদবালা। বাবুকে পরিয়ে দে।

লক্ষ্মী। আপনি নিচে নেবে হাঁটু গেড়ে বসুন।

কৃষ্ণকান্ত। আচ্ছা। (তথাকরণ ঝি কর্ত্তৃক জীন ও লাগাম পরাওন।)

শিবে। (সহসা খাটের নীচে হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণকান্তের পীঠে চড়িয়া ঝির হস্ত হইতে চাবুক গ্রহণ পূর্ব্বক)— হেট হেট কদমে চল শালা! (চাবুক প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত। (সকাতরে) বাবারে গেলুম রে,—(উঠিতে উদ্যত)

লক্ষ্মী ও বিনোদ। (সচকিতে দৃষ্টি)

শিবে। শালার ঘোড়া! বেদড়া?—চল! (প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত। (সকাতরে) শিবু ছাড়! তোর পায়ে পড়ি।

শিবে। শিবু কোন্ শালা? আমার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেমন শালা; আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট কর্ব্বিনে? চল শালা চল!—

কৃষ্ণকান্ত। (সভয়ে) কেও নগেন বাবু? আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর এমন কর্ম্ম কর্ব্ব না। এই আমি নাকে খত দিচ্চি। তোমার স্ত্রী আমার মা, তুমি আমার ধরম বাপ!!

নগেন্দ্র। দে শালা নাকখত দে।

কৃষ্ণকান্ত। এই দিই বাবু!— (নাকখত দেওন) নগেন বাবু! এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমার প্রাণ যায়।

নগেন্দ্র। আর পাক দুই ঘোর তবে ছাড়বো গোলক-ধাঁদা দেখ।

কৃষ্ণকান্ত। (সজলনয়নে) নগেন্ বাবু! যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে খুব গোলোকধাঁদা দেখিয়েছ, আর পারিনে। আচ্ছা মরে মরে ও এই দু পাক ঘুর্চ্চি।—

(ঘুরিতে ঘুরিতে)—

না বুঝতে পেরে ধোঁকায় পড়ে
শেষকালে সার হলো কাঁদা।

এক্ এক্ পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলোকধাঁদা ॥

নগেন্দ্র। (সক্রোধে)—
তুইও বেটা যেমন গাধা।
(এই) একেই বলে গোলোকধাঁদা ॥

(গলা ধাক্কা দেওন।)

(উঠিতে পড়িতে কৃষ্ণকান্তের প্রস্থান।)

নগেন্দ্র। (দেওয়ানজীকে দৃষ্টে) এটা কি?—

লক্ষ্মী। ও একটা ভেড়া।

নগেন্দ্র। আজ ভেড়াটাকেও চাবুকে টিট কর্ব্ব। (প্রহার)

দেওয়ান্জী। (চীৎকারপূর্ব্বক) নগেন বাবু! রক্ষাকর, আমাকে প্রাণে মেরোনা, এই আমি নাক খত দিচ্চি, আর আমি এমন কর্ম্ম কর্ব্বোনা।

নগেন্দ্র। আরে কেও দেওয়ানজি!—দাও নাকে খত দাও। এই যে দিব্বি ভেড়াটী হয়েছ।

দেওয়ানজী। এই নাকে খত্ দিচ্চি। (নাকে খত্ দেওন)

নগেন্। (বাঁধন খুলিয়া)
ভেড়া হয়ে ছিলে বাঁধা।
এখন দেখ গোলোকধাঁদা ॥

(সজোরে পদাঘাৎ।)

(উঠিতে পড়িতে দেওয়ানজীর প্রস্থান।)

নগেন। লক্ষ্মি!—কোণে কিসের ওপর প্রদীপ রেখেছিস্।

লক্ষ্মী। (সহাস্যে) ও একটা দের্‌কো বুঝি।

নগেন্‌। দের্‌কোর কি হাত পা আছে? (সজোরে চাবুক প্রহার।)

রামকুমার (গড়াইয়া পড়িয়া) নগেন্‌ বাবু! তোমার পায়ে পড়ি আমায় খুন করোনা। (পদ ধারণ)

নগেন। (রীতিমত প্রহার করিয়া) যা পাপীষ্ঠ! কলুষিত জীবন নিয়ে পালা।—

রামকুমার। (সরোদনে) বাবারে মরে গিয়েছি?— (পলায়ন)

নগেন। হরে! আর চোরা কুঠুরীর ভেতর কেন, বেরো শালা!

হরিহর। (সকম্পিত স্বরে) বাবু! আমায় খুন কর্ব্বেনা বল!

নগেন্দ্র। না বেরো।

(হরিহর নির্গত।)

নগেন্দ্র। (রীতিমত করিয়া চাবুক প্রহার।)

হরিহর। বাবারে গেলুম রে!—

(চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান।)

বিনোদবালা। (নগেনের চরণধারণ পূর্ব্বক)—নাথ!—আমার ওপর এত ছলনা কল্লে কেন? আমি কি অপরাধ করেছিলেম।

নগেন্দ্র। (বিনোদকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক।)

১

আয় লো আমার কমল কুসুম!
আয় লো আমার বিনোদ বালা।
আয় লো আমার সতীর আদর্শ :
বুকে রাখি তোকে নিবারি জ্বালা।

২

কেঁদনা আমার ওলো আদরিণী
জীবন থাকিতে দিবনা জ্বালা।
আয় লো আমার কমল কুসুম
আয় লো আমার বিনোদবালা॥

(গাঢ় বক্ষে ধারণ।)

বিনোদ। (সজল নয়নে।)

১

কি দোষ করেছি তোমার চরণে,
কি হেতু নগেন দিলে এ জ্বালা?
তোমা বিনা আমি জানিনা স্বপনে,
চিরকাল তব বিনোদবালা॥

২

ভালবাসি বলে কাঁদালে আমায়,
তাই দিয়েছিলে পিরিতে বাধা।
সতীত্ব পরীক্ষা করিতে নগেন্
ভাল দেখাইলে গোলকধাঁদা॥

যবনিকা পতন। ঐক্যতান বাদন। ইতি দ্বিতীয় অঙ্কাঙ্ক।

তৃতীয় অন্ধকার।

শেষ ধাঁদা।

কৃষ্ণকান্ত বাবুর বৈঠকখানা।

(কৃষ্ণকান্তবাবু দেওয়ানজী মোসাহেব আসীন।)

কৃষ্ণকান্ত। দেওয়ানজী !—আজ বড় জ্বর বোধ হয়েছে।

দেওয়ানজী। আজ্ঞে তা হতেই পারে।

(হরিহর তাঁতির প্রবেশ)

হরিহর। চাই শাড়ী কাপোড় !——

সকলে। (হরিহরকে দৃষ্টে হাস্য)—

কৃষ্ণকান্ত। (সহাস্য)—আরে কেও হরিহর ! মাথা মুড়ুলে কোন তীর্থে ?

হরিহর। আজ্ঞে—হুজুর ঘোড়া দেওয়ান ভেড়া,
মোসাহেবের মাথায় বাতি।
সেই তীর্থে মাথা মুড়িয়েছে
এ অভাগা হরে তাঁতি ! !

কৃষ্ণকান্ত। তাইতো হে ! সকলকেই জব্দ করেছে।

সকলে। আজ্ঞা হাঁ !—

কৃষ্ণকান্ত। শিবু পাগল যা বলে ছিল তা ঠিক হলো,—
না বুঝতে পেরে ধোঁকায় পড়ে,
শেষ কালে সার হলো কাঁদা।
এক্ এক্ পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা।

যবনিকা পতন।

ইতি তৃতীয় অন্ধকার প্রথম নিরূপিত স্থল।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আ
এই "গোলকধাঁদা প্রহসন" খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে কাপিরাইট খ
করিয়া লইলাম। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত অপর কে
সম্পর্ক রহিল না। আমার বিনানুমতিতে অন্য কেহ
পুস্তক ছাপিলে আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের দায়ী হই
হইবে।

প্রকাশক
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ